‘প্রতিদান’ কবিতার জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

১। জসীমউদ্দীনের পিতার নাম কী ?
উত্তর: আনসারউদ্দীন মোল্লা।
২। জসীমউদ্দীন কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন ?
উত্তর: জসীমউদ্দীন ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।
৩। জসীমউদ্দীন কোন কলেজ থেকে বিএ পাস করেন?
উত্তর: ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে জসীমউদ্দীন বিএ পাস করেন।
৪। জসীমউদ্দীনকে ডিলিট প্রদান করে কোন বিশ্ববিদ্যালয় ?
উত্তর: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় জসীমউদ্দীনকে ডিলিট প্রদান করে।
৫। জসীমউদ্দীন কত সালে মৃত্যুবরণ করেন ?
উত্তর: জসীমউদ্দীন ১৯৭৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।
৬। ‘প্রতিদান’ কবিতার রচয়িতা কে ?
উত্তর: ‘প্রতিদান ’ কবিতার রচয়িতা জসীমউদ্দীন।
৭। ‘প্রতিদান’ কবিতায় স্তবক কয়টি ?
উত্তর: ‘প্রতিদান ’ কবিতায় স্তবক রয়েছে তিনটি।
৮। ‘বালুচর’ কাব্যগ্রন্থটি কার লেখা ?
উত্তর: ‘বালুচর ’ কাব্যগ্রন্থটি জসীমউদ্দীনের লেখা।
৯। ‘প্রতিদান’ কবিতায় কার ঘর ভাঙার কথা বলা হয়েছে ?
উত্তর: ‘প্রতিদান’ কবিতায় কবির ঘর ভাঙার কথা বলা হয়েছে।
১০। কবিকে যে পথের বিরাগী করেছে কবি তার জন্য কী
উত্তর: যে কবিকে পথের বিরাগী করেছে কবি তার জন্য পথে পথে ঘোরেন।
১১। কবি কাকে আপন করার জন্য কেঁদে বেড়ান ?
উত্তর: কবিকে যে পর করেছে তাকে আপন করার জন্য কেঁদে বেড়ান।
১২। ‘প্রতিদান’ কবিতা অনুসারে কে পথের বিরাগী ?
উত্তর : ‘প্রতিদান’ কবিতা অনুসারে কবি পথের বিরাগী।
১৩। কবি কার মুখ নিরন্তর সাজান ?
উত্তর: যে নিঠুরিয়া বাণী উচ্চারণ করে কবি তার মুখ নিরন্তর
১৪। ‘প্রতিদান’ কবিতায় কোন ধরনের ফুলের উল্লেখ আছে ?
উত্তর: ‘প্রতিদান’ কবিতায় রঙিন ফুলের উল্লেখ আছে।
১৫। ‘প্রতিদান’ কবিতায় কবির কোথায় আঘাত করার কথা বলা হয়েছে?
উত্তর: ‘প্রতিদান’ কবিতায় কবির বুকে আঘাত করার কথা বলা হয়েছে।
১৬। ‘বাণ’ শব্দের অর্থ কী ?
উত্তর: ‘বাণ ‘ শব্দের অর্থ তীর বা শর।
১৭। ‘মালঞ্চ’ শব্দের অর্থ কী ?
উত্তর : ‘মালঞ্চ ’ শব্দের অর্থ হলো ফুলের বাগান।
১৮। ‘বিরাগী’ শব্দের অর্থ কী ?
উত্তর: ‘ বিরাগী ’ শব্দের অর্থ উদাসীন।
১৯। ‘বাণী’ শব্দের অর্থ কী ?
উত্তর: ‘বাণী ‘ শব্দের অর্থ হলো ভাষণ বা কথা।
২০। ‘রজনী’ শব্দের অর্থ কী ?
উত্তর:’ রজনী ‘ শব্দের অর্থ হলো রাত।
২১. কবি অন্যের ঘর বেঁধে দিতে চান কেন?
উত্তর: কবি অন্যের ঘর বেঁধে দিতে চান- সুন্দর পৃথিবী নির্মাণের জন্য।
২২. ‘যে মোরে করিল পথের বিবাগী’- এ পঙক্তির পরবর্তী চরণ কী?
উত্তর: এ পঙক্তির পরবর্তী চরণ ‘পথে পথে আমি ফিরি তার লাগি’।
২৩. কবি পথে পথে কাকে খুঁজে ফিরেছেন?
উত্তর: যে কবিকে পথের বিবাগী করেছে কবি পথে পথে তাকে খুঁজে ফিরেছেন।
২৪. ‘প্রতিদান’ কবিতায় কবি কী কী বেঁধে দিতে চেয়েছেন?
উত্তর: ‘প্রতিদান’ কবিতায় কবি ঘর ও কূল বেঁধে দিতে চেয়েছেন।
২৫. জসীমউদ্দীন কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন?
উত্তর: জসীমউদ্দীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন।
২৬. জসীমউদ্দীন কলেজে অধ্যয়নকালে কোন কবিতা রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন?
উত্তর: জসীমউদ্দীন কলেজে অধ্যয়নকালে ‘কবর’ কবিতা রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন।
২৭. জসীমউদ্দীনের ছাত্রাবস্থায় কোন কবিতাটি স্কুল পাঠ্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়?
উত্তর: জসীমউদ্দীনের ছাত্রাবস্থায় ‘কবর’ কবিতাটি স্কুল পাঠ্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়।
২৮. ‘কবর’ কবিতা কার সৃষ্টি?
উত্তর: ‘কবর’ কবিতা জসীমউদ্দীনের সৃষ্টি।
২৯. কে ‘পল্লিকবি’ হিসেবে সমধিক পরিচিত?
উত্তর: জসীমউদ্দীন ‘পল্লিকবি’ হিসেবে সমধিক পরিচিত।
৩০. জসীমউদ্দীন অধ্যাপক হিসেবে কোথায় কর্মজীবন শুরু করেন?
উত্তর: জসীমউদ্দীন অধ্যাপক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মজীবন শুরু করেন।
৩১. বাংলার গ্রামীণ জীবনের আবহ ফুটে উঠেছে কার কবিতায়?
উত্তর: বাংলার গ্রামীণ জীবনের আবহ ফুটে উঠেছে জসীমউদ্দীনের কবিতায়।
৩২. জসীমউদ্দীনের কোন কাব্যগ্রন্থ বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে?
উত্তর: জসীমউদ্দীনের ‘নকসী কাঁথার মাঠ’ কাব্যগ্রন্থ বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।
৩৩. ‘সোজন বাদিয়ার ঘাট’ কী জাতীয় রচনা?
উত্তর: ‘সোজন বাদিয়ার ঘাট’ কাব্য জাতীয় রচনা।
৩৪. ‘ধানখেত’ কে রচনা করেছেন?
উত্তর: ‘ধানখেত’ জসীমউদ্দীন রচনা করেছেন
৩৫. কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে ‘প্রতিদান’ কবিতাটি নেয়া হয়েছে?
উত্তর: ‘বালুচ’ কাব্যগ্রন্থ থেকে ‘প্রতিদান’ কবিতাটি নেয়া হয়েছে।
৩৬. জসীমউদ্দীনকে কোন বিশ্ববিদ্যালয় ডিলিট প্রদান করে?
উত্তর: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে ডিলিট উপাধি প্রদান করে।
৩৭. নিজের ঘর ভাঙার প্রতিদানে কবি কী করতে চান?
উত্তর: যে কবির ঘর ভেঙেছে তার ঘর বেধে দিতে চান।
৩৮. কবি কাকে আপন করতে কেঁদে বেড়ান?
উত্তর: যে কবিকে পর করেছে তাকে আপন করতে কেঁদে বেড়ান।
৩৯. কবি পথে পথে ফিরছেন কেন?
উত্তর: কবি পথে পথে ফিরছেন অনিষ্টকারীর উপকারের জন্য।
৪০. ‘প্রতিদান’ কবিতায় উল্লিখিত রজনী কেমন ছিল?
উত্তর: ‘প্রতিদান’ কবিতায় উল্লিখিত রজনী দীঘল ছিল।

‘প্রতিদান’ কবিতার অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

১। “আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা, আমি বাঁধি তার ঘর” চরণটি ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : কবির ঘর যে ভেঙেছে, কবি তার ঘর তৈরি করে দেন আলোচ্য চরণের মাধ্যমে এটিই প্রকাশ পেয়েছে।

আমাদের চারপাশে এমন অনেক মানুষ আছে যারা অন্যের ক্ষতিসাধন করতে সর্বদা ব্যাপৃত থাকে। তারা কখনো অন্যের ভালো সহ্য করতে পারে না। তারা অন্যের অপকার করতে গিয়ে মূলত নিজেরই ক্ষতি করে। এমন ক্ষতিকর মানুষ কবির ঘর ভাঙে। এতে কবির অপকার হলেও তিনি মনে কোনো ক্ষোভ রাখেন না। বরং কবির ঘর যে ভেঙেছে, কবি তার ঘর প্রস্তুত করে দেন। এর মাধ্যমে কবির উদার মহানুভবতার পরিচয় পাওয়া যায়।

২। কবির পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর কারণ ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : কবিকে যে পথের বিরাগী করেছে, কবি তাকে আপন করার জন্য পথে পথে ঘোরেন।

সব মানুষ সমান নয়। কিছু মানুষ আছে যারা ভীষণভাবে আত্মকেন্দ্রিক। তারা অন্যকে গুরুত্ব দিতে চায় না। কেবল নিজেরা ভোগ- বিলাসে আসক্ত থাকে। এমনই এক আত্মকেন্দ্রিক মানুষ কবিকে পথের বিরাগী করে। এতে কবির দুঃখ নেই। তাই কবিকে যে পথের বিরাগী করেছে কবি তার জন্যই পথে পথে ঘুরে বেড়ান। কারণ কবি তাকে আপন করতে চান।

৩। “দীঘল রজনী তার তরে জাগি ঘুম যে হরেছে মোর।”-ব্যাখ্যা কর। অথবা, কবি কার জন্য জেগে থাকেন? ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : কবির ঘুম যে কেড়ে নিয়েছে কবি তার জন্য জেগে থাকেন।

কবি একজন উদার, মহৎ ও সুন্দর হৃদয়ের মানুষ। পরার্থপরতা তাঁর অন্যতম প্রধান গুণ। সব মানুষের জন্যই তাঁর প্রাণ কাঁদে। তাই তো দীর্ঘ রাত কবি জেগে থাকেন। তিনি তার জন্য জেগে থাকেন, যে ব্যক্তি তার ঘুম হরণ করেছে। অর্থাৎ কষ্ট পেলেও কবি বুক ভরা ভালোবাসা দিয়ে তাকে আগলে রাখেন, যে কবির ক্ষতি করেছে। তাই কবি বলেছেন, দীঘল রজনী তার তরে জাগি ঘুম যে হরেছে মোর।

৪। কবি কাকে বুকভরা গান দেন ? ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : যে কবিকে বিষে ভরা বাণ দেয় কবি তাকে বুকভরা গান দেন।

পৃথিবীর সব মানুষ সমান চেতনার অধিকারী নয়। কিছু মানুষ আছে যাদের আচরণ বা কর্মকান্ড অন্যের বুকে বিষাক্ত বাণের মতো বিঁধে। তারা কথা বা আচরণ দিয়ে জর্জরিত করে অন্যের জীবন। কবি এমন মানুষদের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, যারা কথা বা কাজে নির্মমভাবে জর্জরিত করে কবি তাদের জন্য রাখেন বুক ভরা গান। অর্থাৎ কবিকে যারা বিষে ভরা বাণ দেয় কবি তাদের জন্য বুক উজাড় করে গান দেন।

৫। কবি নিরন্তর কী সাজান ? ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : যার মুখ দিয়ে নিষ্ঠুর বাণী উচ্চারিত হয় কবি তার মুখখানি নিরন্তর সাজান।

সমাজে এমন একশ্রেণির মানুষ আছে যাদের আচরণ ও ব্যবহার অন্যকে যন্ত্রণা দেয়। তাদের নিষ্ঠুর বাণী অন্যের হৃদয়ে কাঁটার মতো আঘাত করে। কবি এমন মানুষের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, যে ব্যক্তি কবিকে এমন নিষ্ঠুর বাণী শোনায় কবি তাকেও ভালোবেসে আপন করে নেন। তার মুখখানি বিভিন্ন দিক থেকে আনা সুমিষ্ট বচনে নিরন্তর সাজান। তাই বলা যায় যে, কবি তার মুখখানি নিরন্তর সাজান যে ব্যক্তি মুখ দিয়ে নিষ্ঠুর বাণী উচ্চারণ করে।

৬. “আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর, আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর”- বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : প্রতিদান কবিতায় কবি ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে পরার্থপরতার মধ্যেই যে ব্যক্তির প্রকৃত সুখ ও জীবনের সার্থকতা নিহিত সেই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

আর তাই কবি প্রতিহিংসাপরায়ণ না হয়ে তাঁর সাজানো ঘর যে ভেঙেছে তার ঘর পরম মমতায় গড়ে দিতে চান। আবার যে কবিকে পর করে দিয়েছে কবি তাকেই আপন করে নিতে আকুল হয়েছেন। কেননা, তিনি ভালোবাসা দিয়ে সমাজে বিদ্যমান হিংসা-বিভেদ-হানাহানির ইতি টানতে চান।

৭. যে মোরে করিল পথের বিবাগী- পথে পথে আমি ফিরি তার লাগি"- ব্যাখ্যা করো।
উত্তর : কবি প্রতিশোধ-প্রতিহিংসার বিপরীতে ভালোবাসাপূর্ণ পৃথিবীর প্রত্যাশা করেন এই মানসে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছেন।

কবি যার কারণে পথের বিবাগী হয়েছেন তার জন্যই পথে পথে ঘুরছেন। কেননা, কবি তাঁর অনিষ্টকারীর কোনো ক্ষতি চান না, উপরন্তু তাকে ভালোবাসা দিয়ে ঘরে ফেরাতে চান।

৮. "আমার এ কূল ভাঙিয়াছে যেবা আমি তার কূল বাঁধি, যে গেছে বুকেতে আঘাত হানিয়া তার লাগি আমি কাঁদি" - বুঝিয়ে লেখ।
উত্তর : সমাজে বিদ্যমান বিভেদ-হিংসা-হানাহানি দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কবির কণ্ঠে প্রতিশোধ-প্রতিহিংসার বিপরীতে ব্যক্ত হয়েছে।

প্রীতিময় পরিবেশ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা। কবির কূল ভেঙেছে যে তার জন্যই কবি কূল বেঁধে দিচ্ছেন। আবার যে কবির বুকে আঘাত করেছে তার মঙ্গলের জন্যই তিনি কাঁদেন। কবি তাঁর অনিষ্টকারীকে কেবল ক্ষমা করেই নয়, বরং প্রতিদান হিসেবে তার উপকার করার মাধ্যমে পৃথিবীকে সুন্দর ও বাসযোগ্য করতে চেয়েছেন।

৯. "যে মোরে দিয়েছে বিষে-ভরা বাণ, আমি দেই তারে বুকভরা গান" - ব্যাখ্যা করো।
উত্তর : অহিংসার প্রীতিময় পৃথিবী গড়ার মানসে কবি প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছেন।

কবিকে যে কটু কথা বলেছে বা তাঁর প্রতি হিংসাত্মক ভাষা ব্যবহার করেছে তাকে কবি বুকভরা গান দিয়ে সমাদর করতে চেয়েছেন। কবি বিরূপ ব্যবহারের বিনিময়ে সুন্দর কথা বলে সেই ব্যক্তির ভুল ভাঙতে প্রত্যয়ী। কারণ তিনি মনে করেন প্রীতিপূর্ণ আচরণ পারে সুন্দর সমাজ তথা পৃথিবী গড়তে।

১০. "মোর বুকে যেবা কবর বেঁধেছে আমি তার বুক ভরি রঙিন ফুলের সোহাগ-জড়ানো ফুল মালঞ্চ ধরি" – বুঝিয়ে লেখ।
উত্তর : প্রতিহিংসা কোন সমস্যার সমাধান হতে পারেনা তাই কবি অহিংসার দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি সাম্যের, ভালোবাসার পৃথিবী সৃষ্টির জন্য প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছেন।

কবিকে যে নিঃস্ব করেছে কবি তার বুক ভালোবাসায় পরিপূর্ণ করে দিতে চান। এজন্য তিনি তাঁর অনিষ্টকারীর জীবন নানা রঙিন ফুলের বাগান দিয়ে সাজাতে চান। কেননা তাঁর মতে, ভালোবাসাপূর্ণ মানুষই পারে সুন্দর, নিরাপদ ও বাসযোগ্য পৃথিবী নির্মাণ করতে।

প্রতিদান কবিতার সৃজনশীল প্রশ্ন উত্তর

সৃজনশীল প্রশ্ন নম্বর -১

অনুজের হস্ত ধরিয়া নিকটে বসাইয়া হাসান বলিতে লাগিলেন, ভাই স্থির হও। আমি আমার বিষদাতাকে চিনি। ... যাহা হউক ভাই, তাহার নাম আমি কখনোই মুখে আনিব না। তাহার প্রতি আমার রাগ, হিংসাদ্বেষ কিছুই নাই। ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার বিষদাতার মুক্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব।

ক. কবি কার কূল বাঁধেন?

খ. "কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান সারাটি জনমভর"- চরণটি ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের হাসানের কর্মকাণ্ডে 'প্রতিদান' কবিতার কবির কোন গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে?

ঘ. "উদ্দীপকের বিষদাতা প্রতিদান' কবিতার নিষ্ঠুর মানুষদের প্রতিনিধি।"- মন্তব্যটির সপক্ষে মতামত দাও।

সৃজনশীল উত্তর নম্বর -১

ক উত্তরঃ যে ব্যক্তি কবির কূল ভেঙেছে কবি সেই ব্যক্তির কূল বাঁধেন।

খ উত্তরঃ আলোচ্য উক্তিটির মাধ্যমে কবির উদার হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায় ।

কবি প্রশ্নোক্ত উক্তিটির মধ্য দিয়ে বলতে চেয়েছেন, সারা জীবন যারা কবিকে দুঃখ-যন্ত্রণা দিয়েছে তিনি সেসব ভুলে তাদের ভালোবাসা দান করেন। কবি মনে করেন এর মাধ্যমে পৃথিবী সুন্দর হবে। কষ্ট পেয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার থেকে প্রতিদানে। ভালোবাসা দেওয়াই উত্তম। কবি এ কাজটিই করেছেন। তাই তিনি বলেছেন, কাটা পেয়ে তাদের ফুল দান করেন সারাটি জীবনভর।
সারকথা : কবি কারও কাছ থেকে আঘাত পেলেও তাকে সারা জীবন ভালোবাসেন।

গ উত্তরঃ উদ্দীপকের হাসানের কর্মকাণ্ডে 'প্রতিদান' কবিতার কবির মানুষের প্রতি সহমর্মিতা দেখানোর গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, হাসান মৃত্যুশয্যায় উপনীত। তাঁকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। তিনি জানতে পেরেছেন কে তাঁর বিষদাতা। তা সত্ত্বেও তিনি বিষদাতার প্রতি ঘৃণার পরিবর্তে সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন। তিনি এও নিশ্চিত করেছেন যে, বিষদাতার প্রতি তার কোনো রাগ বা হিংসাদ্বেষ নেই। তিনি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলেছেন, বিষদাতার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করবেন ঈশ্বরের কাছে।

প্রতিদান’ কবিতার কবিও তাঁর ওপর অত্যাচারকারী সবাইকে ক্ষমা করেছেন। প্রতিদানে তাদের প্রতি ভালোবাসা ও সহমর্মিতা দেখিয়েছেন। যে কবিকে পথের বিবাগী করেছে তাকে তিনি পথে পথে খুঁজে ফেরেন, যে বুকে বিষের যন্ত্রণা দিয়েছে তাকে কবি গান শুনাতে চান, যে ঘর ভেঙেভে তাকে তিনি ঘর বেধে দিতে চান এ সবকিছুতে তাঁর ক্ষমা, প্রেম, সহমর্মিতা ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে উদ্দীপকে হাসান মৃত্যুশয্যায় বিষ পানে। তিনি জানেন কে বিষ দিয়েছে তাকে তার পরও তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন। এমনকি তার মুক্তির জন্য তিনি প্রার্থনা করবেন।

তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের হাসানের কর্মকাণ্ডে ‘প্রতিদান’ কবিতার কবির মানুষের প্রতি সহমর্মিতা, ক্ষমা ও ভালোবাসার গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ উত্তরঃ “উদ্দীপকের বিষদাতা প্রতিদান’ কবিতার নিষ্ঠুর মানুষদের প্রতিনিধি।” মন্তব্যটির যথার্থ ।

ভালো ও মন্দ উভয় বৈশিষ্ট্যের মানুষই এ সংসারে বিদ্যমান। মন্দ মানুষ সব সময় অন্যের কষ্টের কারণ হয়। আর ভালো মানুষ সহমর্মিতা, উদারতা, ক্ষমাশীলতা ও সুচেতনা অন্যের মধ্যে ছড়িয়ে দেন, অন্যের কল্যাণে নিবেদিত থাকেন।

উদ্দীপকের বিষদাতা হাসানকে বিষদান করে, তবুও হাসান তার প্রতি সহমর্মিতা দেখান। তাকে ক্ষমা করে দেন। এমনকি তার মুক্তির জন্যও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার প্রতিশ্রুতি দেন। এমন একজন উদার ও মহৎ মানুষ বিষদাতার মতাে নিষ্ঠুর মানুষের খারাপ আচরণের শিকার হন।
আমরা প্রতিদান’ কবিতার মধ্যেও নিষ্ঠুর মানসিকতা দেখতে পাই। সেখানে এক শ্রেণির মানুষের কথা বলা হয়েছে যারা কবির ঘর ভেঙেছে, কবির বুকে আঘাত করেছে, কবিকে দিয়েছে বিষে ভরা বাণ, নিষ্ঠুর বাক্যে কবিকে করেছে জর্জরিত।

উদ্দীপক ও প্রতিদান’ কবিতা উভয় জায়গায় নিষ্ঠুর ও অমানবিক মানুষের কথা ফুটে উঠেছে, যারা তাদের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে অন্যকে কষ্ট দিয়েছে। অন্যায়ভাবে অন্যকে আঘাত করেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের বিষদাতা প্রতিদান’ কবিতার নিষ্ঠুর মানুষদের যোগ্য প্রতিনিধি।

সারকথা : প্রতিদান’ কবিতায় কবির সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করা মানুষেরা উদ্দীপকের বিষদাতার মতােই হীন চরিত্রের মানুষ। তারা নিষ্ঠুর আচরণ করার দিক দিয়ে একে অন্যের প্রতিনিধি।

সৃজনশীল প্রশ্ন নম্বর ২

হে সূর্য!
তুমি আমাদের উত্তাপ দিও

শুনেছি তুমি এক জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড
তোমার কাছে উত্তাপ পেয়ে পেয়ে।
একদিন হয়তো আমরা প্রত্যেকেই
এক একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হব!
তখন হয়তো গরম কাপড়ে ঢেকে দিতে পারব রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।।
ক. কে সুন্দর ও নিরাপদ পৃথিবী নির্মাণ করতে পারে?
খ. কবি কার বুক ভরিয়ে দিতে চেয়েছেন? ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকের প্রার্থীর চেতনা কোন দিক দিয়ে প্রতিদান' কবিতার কবির চেতনাকে ধারণ করেছে?
ঘ. "উদ্দীপকটি আলাোচ্য কবিতার খণ্ডাংশমাত্র।"- মন্তব্যটির পক্ষে-বিপক্ষে তাোমার মতামত উপস্থাপন কর।

সৃজনশীল উত্তর নম্বর -২

ক উত্তরঃ ভালোবাসাপূর্ণ মানুষ সুন্দর ও নিরাপদ পৃথিবী নির্মাণ করতে পারে ।

খ উত্তরঃ যে কবির বুকে কবর বেঁধেছে কবি তার বুক রঙিন ফুলের সোহাগ জড়ানো ফুল মাল ভরিয়ে দিতে চেয়েছেন।

আমাদের সমাজে পাষাণ হৃদয়ের মানুষের অভাব নেই। এরা সবসময় অন্যের ক্ষতি করার চেষ্টা করে। এদের অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতায় মানুষের জীবন অতিষ্ঠ। কবি এমন মানুষদেরই স্নেহ-মমতা দিয়ে বুক ভরিয়ে দিতে চেয়েছেন। কবি মনে করেন, যারা তাঁর বুকে কবরের মতো শূন্যতা সৃষ্টি করবে, কবি তাদের হৃদয় স্নেহ-ভালোবাসায় পূর্ণ করবেন ।

গ উত্তরঃ উদ্দীপকের প্রার্থীর চেতনা অন্যকে সাহায্য করার মানসিকতার দিক দিয়ে প্রতিদান' কবিতার কবির চেতনাকে ধারণা করেছে।
একজন প্রকৃত মানুষের বৈশিষ্ট্য হলো বিপদগ্রস্ত মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করা। কারণ মানুষের কল্যাণের মধ্যেই নিহিত থাকে মানবজীবনের সার্থকতা। আমাদের উচিত বিপন্ন মানুষকে সবসময় সাহায্য করা।

উদ্দীপকের কবিতাংশে একজন প্রার্থী সূর্যের কাছে উত্তাপ প্রার্থনা করেছে। তার মতে, সূর্যের কাছ থেকে উত্তাপ পেয়ে পেয়ে একদিন হয়তো প্রত্যেকেই এক-একটি জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হবে। তখন প্রার্থী রাস্তার ধারের শীতার্ত উলঙ্গ ছেলেটিকে দিতে পারবে উত্তাপ। হয়তো তাদের শরীর ঢেকে দিতে পারবে গরম কাপড়ে।

প্রার্থীর এই অন্যকে সাহায্য করার চেতনা প্রতিদান কবিতার কবির চেতনারই প্রতিরূপ। কারণ কবি বারবার নিজে কষ্ট পেলেও অন্যকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। যারা তার ঘর ভেঙেছে, তাকে কষ্ট দিয়েছে, তিনি তাদের জন্যই নিবেদিতপ্রাণ এবং তাদেরই বুকে আগলে রাখতে চেয়েছেন। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের প্রার্থীর চেতনা অন্যকে সাহায্য করার দিক দিয়ে প্রতিদান' কবিতার কবির চেতনাকে ধারণ করেছে।
সারকথা : উদ্দীপকের প্রার্থী ও 'প্রতিদান' কবিতার কবি উভয়েই অন্যকে সাহায্য করার মানসিকতার দিক থেকে একই চেতনা ধারণ করে।

ঘ উত্তরঃ "উদ্দীপকটি আলোচ্য কবিতার খণ্ডাংশমাত্র।" – মন্তব্যটি যথার্থ।

মানুষকে সাহায্য করাই প্রকৃত মানুষের ধর্ম। যুগ যুগ ধরে মানুষ একে অন্যকে সাহায্য করে আসছে বলেই পৃথিবী এত সুন্দর। তাই আমাদের সবারই অন্যকে সাহায্য করার মতো মানবিক গুণাবলি অর্জন করা উচিত।

উদ্দীপকের কবিতাংশে একজন প্রার্থীর কথা বলা হয়েছে, যে সূর্যের কাছে উত্তাপ প্রত্যাশা করে। যাতে সে হয়ে উঠতে পারে একটি জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড । প্রার্থী মনে করে জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হলে হয়তো গরম কাপড়ে ঢেকে দিতে পারবে রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটিকে। প্রার্থীর এমন মানসিকতা আলোচ্য কবিতার কবির মানসিকতাকে ধারণ করে। কারণ কবিও নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে সমাজের মানুষকে বুকে আগলে রেখেছেন।

'প্রতিদান' কবিতায় কবি বারবার নিজে কষ্ট পেলেও অন্যকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। যারা তার ঘর ভেঙেছে তাদের ঘর বেধে দিতে বদ্ধপরিকর, তাকে যারা কষ্ট দিয়েছে তাদের কষ্ট লাঘবের মানসিকতা প্রকাশ করেছেন, তাঁর আঘাতকারী, ব্যাথা দানকারী তিনি তাদের জন্যই নিবেদিতপ্রাণ এবং তাদেরই বুকে আগলে রাখতে চেয়েছেন।

কিন্তু উদ্দীপকে প্রকাশিত একটি বিষয় ছাড়াও আলোচ্য কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে কবির উদারতা, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাশীলতা যেগুলো উদ্দীপকে ততটা বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হয়নি। উদ্দীপকে একজন মানবিক মানুষের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে প্রতিদান' কবিতায় কবির মানবিকতার পাশাপাশি সমাজের নিষ্ঠুর মানুষের কথাও ফুটে উঠেছে, প্রকাশ পেয়েছে কবির অন্যান্য মহৎ গুণাবলিও যা উদ্দীপকে অনুপস্থিত। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি আলোচ্য কবিতাংশ খণ্ডাংশমাত্র ।

সারকথা : উদ্দীপকটি প্রতিদান' কবিতার একটি চেতনাকে ধারণ করে। কবির অন্যান্য গুণ উদ্দীপকের প্রার্থীর মধ্যে অনুপস্থিত। তাই প্রার্থীর চেতনা কবির একটি বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করায় বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রতিদান কবিতার সৃজনশীল অনুশীলনের জন্য প্রশ্ন

সৃজনশীল অনুশীলন-১ : এক বুড়ি হযরত মুহম্মদ (স.) এর চলার পথে কাটা বিছিয়ে রাখতো এবং পথ চলতে নবির পায়ে কাটা ফুটলে আনন্দিত হতো । একদিন পথে কীটা না দেখে নবিজী চিন্তায় পড়ে গেলেন এবং বুড়ির বাড়িতে গিয়ে দেখলেন বুড়ি অসুস্থ । নবি (স.) কে দেখে বুড়ি ভীত হলেন । তিনি বুড়িকে ক্ষমা করে দিলেন এবং সেবাযত্র দিয়ে সুস্থ করে তুললেন ।
ক. কবি কাকে বুকভরা গান দেন?
খ. কবিকে যে পর করেছে তাকে আপন করার জন্য কেঁদে বেড়ান কেন?
গ. উদ্দীপকের ভাবের সাথে 'প্রতিদান' কবিতার মূলভাবের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "উদ্দীপক ও 'প্রতিদান' কবিতার ভাবার্থ ধারণ করলে একটি সুন্দর সমাজ গড়া সম্ভব'- বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

সৃজনশীল অনুশীলন-২ :
প্রতিবেশী দাসদাসী আত্মীয়-স্বজন ভালোবাসি
সবে কহ সুমিষ্ট বচন
দিও না কাহারে দুখ।
অন্যে দান করি সুখ,
নিজেরে মানো গো সুখী, বালক সুজন।
ক. জসীমউদদীন কী হিসেবে সমধিক পরিচিত?
খ. কবি কার ঘর বাঁধতে চেয়েছেন? কেন? ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকের কোন উপদেশটি 'প্রতিদান' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে?
ঘ. "উদ্দীপকটি 'প্রতিদান' কবিতার আংশিক ভাব প্রকাশ করেছে।" মন্তব্যটির সত্যতা নিরূপণ কর।

সৃজনশীল অনুশীলন-৩ : কিছুদিন পর আবার সেই ফেরেশতা পূর্বের মতো মানুষের রূপ ধরিয়া, সেই যে আগের ধবল রোগী ছিল তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া তিনি বলিলেন, আমি এক বিদেশি। বিদেশে আসিয়া আমার সব পুঁজি ফুরাইয়া গিয়াছে। এখন আল্লাহর দয়া ছাড়া আমার আর দেশে ফিরিবার উপায় নাই।... তোমার কাছে একটি উট চাহিতেছি। সে বলিল উটের অনেক দাম। কী করিয়া দিই? স্বর্গীয় দূত বলিলেন, ওহে! আমি যে তোমাকে চিনিতে পারিতেছি। তুমি না ধবল রোগী ছিলে, আর সকলে তোমাকে ঘৃণা করিত? তুমি না গরিব ছিলে, পরে আল্লাহ্ তোমাকে ধন-দৌলত দিয়াছেন? সে বলিল, না, তা কেন? এসব তো আমার বরাবরই আছে।
ক. জসীমউদ্দীনের মায়ের নাম কী?
খ. "যে মোরে করিল পথের বিরাগী, পথে পথে আমি ফিরি তার লাগি।"— ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকের ধবল রোগীর সঙ্গে প্রতিদান' কবিতার কাদের সাদৃশ্য রয়েছে?

ঘ. "চেতনাগত দিক থেকে উদ্দীপকের ধবল রোগী আলোচ্য কবিতার কবির বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে।" মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

সৃজনশীল অনুশীলন-৪ :

মসজিদে কাল শিরনি আছিল, অঢেল গোস্ত রুটি
বাঁচিয়া গিয়াছে, মোল্লা সাহেব হেসে তাই কুটি কুটি,
এমন সময় এলো মুসাফির গায়ে আজারির চিন
বলে, বাবা, আমি ভুখা ফাকা আছি আজ নিয়ে সাত দিন
তেরিয়া হইয়া হাঁকিল মোল্লা-
"ভ্যালা হলো দেখি লেঠা,
ভুখা আছ মর গো-ভাগাড়ে গিয়ে! নামাজ পড়িস বেটা?"

ক. 'কবর' কবিতাটির রচয়িতার নাম কী?
খ. "আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর।" – উক্তিটির মধ্য দিয়ে কবির কোন চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।
গ. উদ্দীপকের মোল্লা সাহেবের সঙ্গে 'প্রতিদান' কবিতার কার বৈসাদৃশ্য রয়েছে?
ঘ. "উদ্দীপকের মোল্লা সাহেব যদি 'প্রতিদান' কবিতার কবির চেতনা ধারণ করত তবে মুসাফিরকে অভুক্ত থাকতে হতো না।" মন্তব্যটির যথার্থতা নির্ণয় কর।

সৃজনশীল অনুশীলন-৫ :

আকাশ আমায় শিক্ষা দিল
উদার হতে ভাই রে,
কর্মী হবার মন্ত্র আমি
বায়ুর কাছে পাইরে
মাটির কাছে সহিষ্ণুতা
পেলাম আমি শিক্ষা।

ক. জসীমউদ্দীনের একটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখ।
খ. কবি কার জন্য কাঁদেন? ব্যাখ্যা কর ।
গ. উদ্দীপকের শেষ দু চরণ 'প্রতিদান' কবিতার কোন দিকটিকে নির্দেশ করে?
ঘ. "উদ্দীপকের কবির চেতনা 'প্রতিদান' কবিতার কবির চেতনার সমান্তরাল ।" – মন্তব্যটি বিচার কর।

প্রতিদান কবিতার বহুনির্বাচনী প্রশ্নোত্তর

১. ‘প্রতিদান’ কবিতায় কবি কাঁটা পেয়ে কী দান করেছেন?
ক. ঘর
খ. ফুল√
গ. ঘৃণা
ঘ. বাণ

২. ‘আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর’- এ পঙ্‌ক্তিতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. পরোপকার√
খ. সর্বংসহা মনোভাব
গ. আত্মগ্লানি
ঘ. কৃতজ্ঞতাবোধ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
ইমাম হাসান (রাঃ) তাঁকে বিষপ্রয়োগে হত্যাকারী জাএদাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং বললেন, পরকালে তাকে বেহেশত প্রদানের জন্য আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করবেন।

৩. উদ্দীপকের হাসান (রাঃ)-এর সাথে ‘প্রতিদান’ কবিতার কোন পক্তির মিল আছে?
ক. কত ঠাঁই হতে কত কী যে আনি সাজাই নিরন্তর
খ. দীঘল রজনী তার তরে জাগি ঘুম যে হরেছে মোর
গ. রঙিন ফুলের সোহাগ জড়ান ফুল মালঞ্চ ধরি
ঘ. যে গেছে বুকেতে আঘাত হানিয়া তার লাগি আমি কাঁদি√
৪. উপর্যুক্ত মিলের কারণ
i. ক্ষমাশীলতা
ii. আত্মপ্রশংসা
iii. পারস্পরিক সৌহার্দ

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii√
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৫. জসীমউদ্দীন কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক. রংপুর
খ. ফরিদপুর√
গ. গাজীপুর
ঘ. নাটোর

৬. জসীমউদ্দীনের মামার বাড়ি কোথায়?
ক. গোবিন্দপুর গ্রাম
খ. রাজেন্দ্রপুর
গ. বনানী
ঘ. তাম্বুলখানা√

৭. জসীমউদ্দীন কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
ক. ১লা জানুয়ারি ১৯০২
খ. ৪ই মার্চ ১৯০৩
গ. ১লা জানুয়ারি ১৯০৩√
ঘ. ১লা মার্চ ১৯০৪

৮. জসীমউদ্দীনের বাবার নাম কী?
ক. অসারউদ্দীন মোল্লা√
খ. আজহার উদ্দীন
গ. আতাহার আলী
ঘ. আসগর আলী

৯. জসীমউদ্দীনের মায়ের নাম কী?
ক. আলেয়া খাতুন
খ. সখিনা খাতুন
গ. সালেহা খাতুন
ঘ. আমিনা খাতুন√

১০. জসীমউদ্দীনের পৈতৃক নিবাস কোথায়?
ক. ফতেপুর
খ. গোবিন্দপুর√
গ. গাইবান্ধা
ঘ. তাম্বুলখানা

১১. জসীমউদ্দীন বিএ পাশ করেন কোন কলেজ থেকে?
ক. ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ√
খ. কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ
গ. মিরপুর বাঙলা কলেজ
ঘ. খুলনার বিএল কলেজ

১২. জসীমউদ্দীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন ডিগ্রি লাভ করেন?
ক. বিএ
খ. ডিলিট
গ. আইএ
ঘ. এমএ√

১৩. জসীমউদ্দীন কোন বিষয়ে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন?
ক. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য√
খ. ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য
গ. গণিত
ঘ. আইন

১৪. জসীমউদ্দীন কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন?
ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
খ. পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়
গ. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়√
ঘ. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

১৫. জসীমউদ্দীন কলেজে অধ্যয়নকালে কোন কবিতা রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন?
ক. পল্লিজননী
খ. কবর√
গ. রুপাই
ঘ. দেশ

১৬. জসীমউদ্দীনের ছাত্রাবস্থায় কোন কবিতাটি স্কুল পাঠ্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়?
ক. রুপাই
খ. কবর√
গ. আসমানী
ঘ. পল্লিজননী

১৭. 'কবর' কবিতা কার সৃষ্টি?
ক. মুনীর চৌধুরী
খ. রফিক আজাদ
গ. হুমায়ুন আজাদ
ঘ. জসীমউদ্দীন√

১৮. কে 'পল্লিকবি' হিসেবে সমধিক পরিচিত?
ক. আহসান হাবীব
খ. সুভাষ মুখোপাধ্যায়
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ঘ. জসীমউদ্দীন√

১৯. জসীমউদ্দীন অধ্যাপক হিসেবে কোথায় কর্মজীবন শুরু করেন?
ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়√
খ. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
গ. রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
ঘ. ঢাকা কলেজ

২০. কোন কবি সরকারের প্রচার ও জনসংযোগ বিভাগে উচ্চপদে আসীন হয়েছিলেন?
ক. সুকান্ত ভট্টাচার্য
খ. জসীমউদ্দীন√
গ. জীবনানন্দ দাশ
ঘ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত

২১. জসীমউদ্দীনের কবিতার প্রধান নাগরিক জীবন উপজীব্য—
ক. পল্লিজীবন√
খ. মধ্যবিত্ত জীবন
গ. নাগরিক জীবন
ঘ. শহুরে জীবন

২২. বাংলার গ্রামীণ জীবনের আবহ ফুটে উঠেছে কার কবিতায়?
ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
খ. সমর সেন
গ. জসীমউদ্দীন√
ঘ. সুকান্ত ভট্টাচার্য

২৩. জসীমউদ্দীনের কোন কাব্যগ্রন্থ বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে?
ক. ধানখেত
খ. রাখালি
গ. নকসী কাঁথার মাঠ√
ঘ. বালুচর

২৪. 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কী জাতীয় রচনা?
ক. কাব্য√
খ. উপন্যাস
গ. ছোটগল্প
ঘ. নাটক

২৫. 'ধানখেত' কে রচনা করেছেন?
ক. বিষ্ণু দে
খ. আহসান হাবীব
গ. জীবনানন্দ দাশ
ঘ. জসীমউদ্দীন√

২৬. নিচের কোনটি কবি জসীমউদ্দীনের রচনা?
ক. মানসী
খ. রূপসী বাংলা
গ. বালুচর√
ঘ. সারা দুপুর

২৭. জসীমউদ্দীনকে কোন বিশ্ববিদ্যালয় ডিলিট প্রদান করে?

ক. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
খ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
গ. রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়√
ঘ. দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়

২৮. রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় অবস্থিত?
ক. কলকাতায়√
খ. ঢাকায়
গ. সিরাজগঞ্জে
ঘ. দিল্লিতে

২৯. জসীমউদ্দীন কত খ্রিষ্টাব্দে মারা যান?
ক. ১৯৭৭
খ. ১৯৭৬√
গ. ১৯৭৮
ঘ. ১৯৭৯

৩০. জসীমউদ্দীন ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের কত তারিখে মারা যান?
ক. ১৩ই মার্চ
খ. ১৪ই মার্চ√
গ. ১৫ই জুন
ঘ. ১৬ই জুন

৩১. জসীমউদ্দীন কোথায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন?
ক. রাজশাহী
খ. কলকাতা
গ. ফরিদপুর
ঘ. ঢাকা√

৩২. নিজের ঘর ভাঙার প্রতিদানে কবি কী বেঁধে দিতে চান?
ক. কূল
খ. ঘর√
গ. বাড়ি
ঘ. প্রাসাদ

৩৩. কবি অন্যের ঘর বেঁধে দিতে চান কেন?
ক. প্রতিদান পাওয়ার জন্য
খ. সুন্দর পৃথিবী নির্মাণের মানসে√
গ. নিজের অভ্যাসগত কারণে
ঘ. অর্থলাভের বাসনায়

৩৪. হাসিবের কেউ ক্ষতি করলে সে প্রতিশোধ না নিয়ে উল্টো উপকার করে। হাসিবের সঙ্গে 'প্রতিদান' কবিতার সাদৃশ্য কোথায়?
ক. পরার্থে আত্মনিবেদনে√
খ. করুণায়
গ. প্রীতিময় সম্পর্কে
ঘ. প্রতিশোধে

৩৫. কবি কাকে আপন করতে কেঁদে বেড়ান?
ক. যে তাঁকে পর করেছে√
খ. যে তাকে আপন করেছে
গ. যে তাঁকে ভালোবেসেছে
ঘ. যে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে

৩৬. 'আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর' -এ পঙ্‌ক্তিতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. আত্মঅহংকার
খ. ক্ষমাশীলতা√
গ. আন্তরিকতা
ঘ. আত্মগ্লানি

৩৭. পরকে কবি কী করতে চেয়েছেন?
ক. আপন√
খ. অবজ্ঞা
গ. পর
ঘ. ঘৃণা

৩৮. 'আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর'-এ পঙ্‌ক্তিটি 'প্রতিদান' কবিতায় কত বার ব্যবহার হয়েছে?
ক. ১ বার
খ. ৩ বার√
গ. ২ বার
ঘ. ৪ বার

৩৯. কবি কেঁদে বেড়ান কেন?
ক. আপন জনের জন্য
খ. ব্যর্থ হয়েছেন বলে
গ. পরকে আপন করতে√
ঘ. কূল ভেঙেছে বলে

৪০. জালাল অন্যায়ভাবে গ্রামছাড়া হলেও গ্রামের কারো বিপদে সে-ই সবার আগে সাহায্যের হাত বাড়ায়। জালালের মধ্যে 'প্রতিদান' কবিতার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে?
ক. আত্মগ্লানি
খ. আন্তরিকতা
গ. ক্ষমাশীলতা√
ঘ. আত্মত্যাগ

৪১. 'যে মোরে করিল পথের বিবাগী'— এ পঙক্তির পরবর্তী চরণ কী?

ক. পথে পথে আমি ফিরি তার লাগি√
খ. পথে ঘাটে আমি ফিরি তার লাগি
গ. পথ হতে পথে ফিরি তার লাগি
ঘ. পথে পথে ফিরি তার লাগি

৪২. কবি পথে পথে ফিরছেন কেন?
ক. অনিষ্টকারীর উপকারের জন্য√
খ. প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য
গ. আত্মগ্লানির কারণে
ঘ. ক্ষমা প্রার্থনার জন্য

৪৩. যে কবির ঘুম কেড়েছে, কবি তার জন্য কী করেন?
ক. কণ্টকশয্যা তৈরি করেন
খ. মৃত্যুফাঁদ তৈরি করেন
গ. দীঘল রজনী জাগেন√
ঘ. ঘর বাঁধেন

৪৪. কবি পথে পথে কাকে খুঁজে ফিরেছেন?
ক. যে কবির ঘর ভেঙেছে
খ. যে কবির বুকে আঘাত করেছে
গ. যে কবির ঘুম কেড়েছে
ঘ. যে কবিকে পথের বিবাগী করেছে√

৪৫. 'প্রতিদান' কবিতায় উল্লিখিত রজনী কেমন ছিল?
ক. জ্যোৎস্নাশোভিত
খ. অন্ধকারাচ্ছন্ন
গ. মেঘাচ্ছন্ন
ঘ. দীঘল√

৪৬. কবি কেন দীঘল রজনী জেগেছেন?
ক. মহৎ বলে√
খ. স্বার্থপর বলে
গ. লোভী বলে
ঘ. আত্মগ্লানিতে

৪৭. কবি তাঁর ঘুম হরণকারীর জন্য দীঘল রজনী জেগে কীসের পরিচয় দিয়েছেন?
ক. দুর্বলতার
খ. কৃতজ্ঞতার
গ. প্রতিশোধপরায়ণতার
ঘ. মহত্ত্বের√

৪৮. 'আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর' –এ পদ্ধক্তিটি প্রতিদান কবিতায় কত বার ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. ১ বার
খ. ৩ বার
গ. ২ বার√
ঘ. ৪ বার

৪৯. 'প্রতিদান' কবিতায় কবি কী কী বেঁধে দিতে চেয়েছেন?
ক. কূল ও নৌকা
খ. ঘর ও বাড়ি
গ. বাগান ও কূপ
ঘ. ঘর ও কূল√

৫০. 'রহিম রাজার ক্ষতি করলেও রাজা তাকে ক্ষমা করে দিলেন' রাজার সাথে 'প্রতিদান' কবিতার কবির সাদৃশ্য কোথায়?
ক. ত্যাগে
খ. ক্ষমতায়
গ. ক্ষমাশীলতায়√
ঘ. প্রতিদানে